প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

ঐশী সাহা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ অশোক কুমার মাহাত

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনক্রম – A00SA1601618

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৮-২০১৯

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Prācīn Bhāratīya Śikṣāviṣayak Saṃskār O Ādhunik Vaṅgajīvane Tār Uttarādhikar

Synopsis submitted to the Faculty of Arts, Jadavpur University
in partial fulfilment for the Award of the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
in
SANSKRIT

By
Oishi Saha
Registration No.: A00SA1601618
Session – 2018-2019

Under the Supervision of
Prof. Ashok Kumar Mahata
Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit
Jadavpur University
2023

সারসংক্ষেপ(Abstract):

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা :

প্রাচীন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে বেদ এবং বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে স্বীকৃত। এখানে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের শিরোনাম হল **"প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক-সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার।"** সংস্কারসমূহের বিবরণ প্রথমত কল্পবেদাঙ্গের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি সংস্কার শিক্ষাসংক্রান্ত। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভটিতে বৈদিক যুগ ও বেদপরবর্তী যুগে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলির আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানে আধুনিক বঙ্গজীবনে তাদের উত্তরাধিকারের ধারা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচলিত উক্ত শিক্ষাসংস্কারগুলির পদ্ধতি ও প্রকরণগত যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক সময়ে ও স্বাধীনতার উত্তরকালে আধুনিক ভারতীয় তথা বঙ্গজীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ধারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের ব্যাপ্তি শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক সংস্কারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিচারবিশ্লেষণ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

কল্পসূত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে সংস্কারের বিভিন্ন সংখ্যা ও নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সংস্কারগুলির মধ্যে প্রধান সংস্কার হিসেবে– (১) গর্ভাধান (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯) সমাবর্তন (১০) বিবাহ- এইগুলিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান

গবেষণাসন্দর্ভে এই সমস্ত সংস্কারের নিয়মবিধি, সেই সংস্কারগুলি পালন করার জন্য আবশ্যক দ্রব্যের বিবরণ এবং সংস্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কল্পসূত্র বিশেষত গৃহ্যসূত্রের সংস্কারসমূহের অন্তর্গত শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলি বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এই গবেষণা-সন্দর্ভে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার-সমূহের মধ্যে দুটি সংস্কার প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল উপনয়ন ও সমাবর্তন। এছাড়া শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের মধ্যে আরও তিনটি স্বল্পালোচিত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। এগুলি হল- উপাকরণ, উৎসর্জন ও বেদব্রত।

পূর্বোল্লিখিত গুণিজনদের গ্রন্থে সাধারণভাবে সমস্ত সংস্কারের আলোচনা গুরুত্বলাভ করেছে। আমাদের গবেষণাকার্যে বিশেষভাবে শিক্ষাসংস্কার বিষয়টির কালানুক্রম অনুসারে একটি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই সংস্কারগুলি আধুনিক কালে কতটা প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পূর্বের প্রকাশিত গ্রন্থগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থগুলির লেখকদের সুচিন্তিত অভিমত আমাদের গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নতুন পথের সন্ধান দিতে সাহায্য করেছে।

এই গবেষণাকর্মে বর্তমান যুগে শিক্ষা-সংস্কারের কতটা প্রাসঙ্গিকতা আছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের যে সমস্ত বিধিনিয়ম বৈদিক সাহিত্য ও তৎপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় সে সমস্ত আধুনিক কালে পালন করা হয় কি না তাও সীমিত পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যদি পালন করা হয়েও থাকে তাহলে সেগুলোর সম্ভাব্য বিবর্তনের ধারা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য থাকবে তা স্বাভাবিক ব্যাপার।

আবার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ- কোনও না কোনও রূপে তা যে অবস্থান করবে সেটি আমরা অনুমান করতে পারি। এই অনুমানের সূত্র ধরেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছি।

বাংলা ভাষায় লেখা গবেষণাকার্যটিতে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। এটি কালপুরুষ font-এ লেখা হয়েছে। এখানে লিখিত মূল অংশে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং পাদটীকায় বিস্তৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে কখনও মূল অংশ ও কখনও বা পাদটীকায় আকরস্থান উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জির জন্য MLA পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থের সূচী পৃথক্‌ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষে উপনয়নের বস্ত্র, দণ্ড এবং বয়সের তালিকা ও বিশেষ কিছু শব্দের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব- এই চারটি বেদের প্রত্যেকটির সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্- এই চার শ্রেণীর সাহিত্য নিয়ে বৈদিক সাহিত্য। এই বৈদিক সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ষড়্‌বেদাঙ্গ- যাদের নাম হল শিক্ষা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। এই বেদাঙ্গসমূহের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ বেদাঙ্গ হল কল্প।

বেদমন্ত্রসমূহের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কল্পশাস্ত্রকে ব্রাহ্মণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়। কারণ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কল্পশাস্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বিবরণ বহু বিস্তৃত এবং বহু আখ্যায়িকাসমৃদ্ধ। সেই কারণেই ব্রাহ্মণের এই বিপুলায়তন কর্মকাণ্ডের বিবরণ বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধি ও বিধানকে সংক্ষিপ্ত করে মনে রাখার জন্যই সূত্রাকারে কল্পশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

এই কল্পসূত্রগুলি চার শ্রেণীর হয়ে থাকে- শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। এদের মধ্যে প্রধান দুটি হল- শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র।

কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রের মুখ্য ও সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক জীবনের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দান। প্রাচীন হিন্দু জীবনের রূপরেখা গৃহ্যসূত্রে যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই ভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না বলেই মনে করা হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গৃহ্যসূত্রের উপযোগিতা আছে। গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত মানুষের জীবনের যে ঘটনাবলী আছে তার থেকেই বোঝা যায় যে এই গৃহ্যসূত্রগুলির দ্বারাই মানুষের জীবনের জীবনবৃত্ত সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে থাকি। এখানে উল্লিখিত গৃহ্যকর্মগুলি মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই গৃহ্যসূত্রসমূহে যে সমস্ত গৃহ্যকর্মের উল্লেখ আছে সেগুলিকে আমাদের জীবনের দুটি মহত্ত্বপূর্ণ অংশ দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি অংশ হল শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের কাল থেকে আরম্ভ করে সমাবর্তন পর্যন্ত আর অপর অংশটি হল বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধকর্ম পর্যন্ত। এগুলি ছাড়াও প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন আহুতি, মাসে মাসে কৃত্য বলিকর্ম, প্রতিদিন আচরণীয় বলিকর্ম এবং সর্পবলি প্রভৃতি বার্ষিক কর্মগুলির উল্লেখও এখানে আছে।

'সংস্কার' শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত সংস্কার শব্দটি আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার বলতে এখানে আচার-অনুষ্ঠানমূলক কর্মকেই বোঝানো হয়েছে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে সেই কর্ম দুরকম। যে কর্ম না করলে প্রত্যবায় বা পাপ হয় তাকেই শাস্ত্রে নিত্যকর্ম বলা হয়েছে। যেমন, ত্রিবর্ণের জন্য নিত্যকর্ম হল সন্ধ্যাবন্দনা। অন্যদিকে নৈমিত্তিক কর্ম তাকেই বলে যা বিশেষ নিমিত্ত উপস্থিত হলেই অনুষ্ঠানের যোগ্য

হয়ে থাকে। যেমন- পুত্র জন্মগ্রহণ করলে জাতেষ্টি, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান- এ সবই হল নৈমিত্তিক কর্ম। সংস্কার, পূজা, ব্রত, শ্রাদ্ধভেদে নৈমিত্তিক কর্ম বহুধা-বিভক্ত।

সংস্কারের সংখ্যাবিষয়ে গৃহ্যসূত্রকার, ধর্মসূত্রকারদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তবে এখানে বিশেষ বিশেষ কিছু সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি হল – বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সূতিকাগৃহের সংস্কার, বিষ্ণুবলি, জাতকর্ম,উত্থানবিধি, নামকরণ, কর্ণবেধ, বর্ষবর্ধন, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, কেশান্ত বা গোদান, অন্নপ্রাশন, পিণ্ডবর্ধন, উপনয়ন, বেদপারায়ণ অঙ্গভূত ব্রত, উপাকর্ম অথবা উপাকরণ, উৎসর্জন অথবা উৎসর্গ সমাবর্তন, বেদের চারটি ব্রত, পঞ্চমহাযজ্ঞ, সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ, সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞএবং সাত প্রকার সোমযাগ, অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে উপনয়ন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার:

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কোনও বিদ্যার্থী উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ নামে অভিহিত হতেন। এই সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত না হলে তাঁকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হত না। তাঁদের সমাজ-বহির্ভূত 'ব্রাত্য' রূপে থাকতে হত। উপনয়ন না হলে শিক্ষার অধিকারও অর্জন করা যায় না। এককথায় বলা যেতে পারে উপনয়নই হল শিক্ষার অধিকারের প্রধান দ্বারস্বরূপ। প্রাচীন সূত্রসাহিত্য ও স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে পালনীয় যে সব সংস্কারের বিষয় আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন- এই তিনটিই প্রধানত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটির মধ্যে উপনয়ন সংস্কারটি মূলত কিশোর বালকের সংস্কার। উপনয়নের অধিকার কেবল দ্বিজাতির (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য- এই তিন বর্ণের) আছে। এই সংস্কার

দ্বারা তাঁরা দ্বিজ বা দ্বিজাতি নাম লাভ করেন। এই উপনয়নরূপ সংস্কারই হল ছাত্রজীবনে প্রবেশের প্রধান দ্বার এবং তখন থেকেই প্রকৃত শিক্ষাচর্চা শুরু হয়। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম সংস্কার হল উপনয়ন। উপনয়ন ছাড়া কোনও ব্যক্তি শ্রৌত বা স্মার্ত কর্মের অধিকারী হতে পারেন না। প্রাচীন ভারতীয়দের সমাজে নবীন-বরণরূপ উপনয়ন সংস্কারের প্রবর্তন হয়েছিল। এই সংস্কারের দ্বারা কিশোর বালককে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত গুরুগৃহে আহ্বান করা হত। কারণ এই উপনয়নের দ্বারাই কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত সমাজে পবিত্রভাবে প্রবেশ করার সুযোগ পেতেন এবং সমাজের একজন নতুন ও অকলুষিত সদস্য হয়ে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারতেন। সম্ভবতঃ সভ্যতার প্রথম দিকে এই উপনয়ন সংস্কারটি কেবলমাত্র সামাজিক প্রথারূপেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এটিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমান যুগে বঙ্গজীবনে উপনয়ন সংস্কারের প্রচলন বিবর্তিত ও সংক্ষিপ্তরূপে হলেও পরিলক্ষিত হয়। সমাজজীবন ছাড়া মুষ্টিমেয় আধুনিক গুরুকুলেও এর প্রচলন দেখা যায়। গুরুকুলে এখনও পরম্পরার অঙ্গ হিসেবে এই সংস্কারকে মান্যতা দেওয়া হয় এবং ব্রহ্মচর্যের যা নিয়মশৃঙ্খলা আছে সেগুলি শিষ্যকে অবগত করানো হয়। তবে শিষ্য সেই নিয়মগুলিকে কতটা মান্যতা দেয় সেই বিষয়টি অজানা। আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গে গুরুকুল ব্যতীত সাধারণ পরিবারে শুধুমাত্র জাতি বা বর্ণ ঘোষণা ছাড়া উপনয়ন সংস্কারের অন্য কোনও প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত সম্প্রদায়ের যাঁরা ক্ষত্রিয় (সিংহ পদবীর অধিকারী) তাঁদের উপনয়ন সংস্কার বর্তমানেও প্রচলিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার :

বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারের মধ্যে প্রধান হল উপাকরণ। বার্ষিক পাঠ্যসূচী শুরু করার অনুষ্ঠানকেই উপাকরণ বলা হয়ে থাকে। উপাকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদিক পাঠ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন অনুষ্ঠিত হয়। যখন হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে ওষধির প্রথম উৎপত্তি হয় তখন ভাজা যব ও শষ্যের চূর্ণ দই ও ঘি এর সাথে মিশিয়ে সমস্ত বেদমন্ত্র পাঠ করে অথবা কোনও কোনও আচার্যের মতে সূক্ত বা অনুবাকগুলোর প্রথম মন্ত্রগুলো পাঠ করে যে আহুতি দেওয়া হয় তাকে উপাকরণ বলা হয়ে থাকে।

উৎসর্জন হল বেদাধ্যয়নের বিসর্জন। পৌষী পূর্ণিমাতে বেদাধ্যাপনের উৎসর্গ অর্থাৎ কয়েক মাসের জন্য নূতন পাঠ অধ্যাপন ত্যাগ করাকেই প্রত্যুৎপাকরণ বা উৎসর্জন বলা হয়ে থাকে। যারা উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে তাদের বেদ-অধ্যয়ন করানো হবে। *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম সংস্কারের পর বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করতে হয়।

বেদাবৃত্তির ব্যাঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে – যদি কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তাহলে যেইদিন এই ঘটনাটি ঘটবে সেইদিন থেকে তারপর দিনে ঠিক সেই সময় পর্যন্ত বেদভ্যাস বন্ধ থাকবে, অন্যান্য দৈব ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই হবে অর্থাৎ বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, উল্কাপাত, সূর্য, চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রেও এবং বৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনটি গোধূলি অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বেদভ্যাস বন্ধ থাকবে একেই বলে উপরমকর্ম বা অনধ্যায়।

আধুনিক যুগে উপাকর্ম, উৎসর্জন এবং বেদ ব্রতের কোনও প্রচলন নেই। গুরুকুলগুলোতে বর্তমানে পরম্পরা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক বেদের প্রথম চারটি মন্ত্র দৈন্দদিন রীতি হিসেবে পাঠ করা হয়। এছাড়াও এই মন্ত্রগুলোর সাথে সাথে তাদেরকে বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং বর্তমান যুগের উপযোগী বিষয় যেমন অংক, ইংরাজী, সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ করানো হয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায় : শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে সমাবর্তন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার :

শৈশব উত্তীর্ণ সংস্কার হিসেবে পরিচয় পাওয়া যায় উপনয়ন সংস্কারের। যৌবনের সংস্কার হল সমাবর্তন এবং এই সংস্কার বিদ্যাসমাপনান্তে অনুষ্ঠিত হয়। উপনয়ন সংস্কারের জন্য বিদ্যার্থীকে আচার্যের কাছে যেতে হয় অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে উপনয়ন হল আচার্যের নিকটে গমনের অনুষ্ঠান। অপর দিকে সমাবর্তন হল আচার্যের নিকট থেকে পিতৃগৃহে অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান। সমাবর্তন শব্দের অর্থ– বেদ অধ্যয়নের পর গুরুকুল থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই সমাবর্তনকে ব্রহ্মচর্য পালনের সমাপ্তি বলা যেতে পারে। এই সংস্কারের অপর নাম স্নান।

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলোতে সমাবর্তন সম্পর্কে নানারকম আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য- এই তিন বর্ণের মানুষরাই এই সমাবর্তন সংস্কারকে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবং নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন। বর্তমানে এই নিয়মের অনেক শিথিলতা দেখা যায়। বর্তমান কালের পশ্চিমবঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পালন এবং বেদপাঠের প্রথা প্রায় বিলুপ্ত। সুতরাং বেদাধ্যয়নই যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতপালন

নিরর্থক। আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কিছু গুরুকুল আজও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে অপরদিকে প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য উপাধি দানের মাধ্যমে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে এবং সমাবর্তনের ভাষণ এবং তার তাৎপর্যও বলা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার :

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে নানান সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সংস্কারেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক সমাজে সংস্কারগুলো মূল উপজীব্য হলেও সংস্কারগুলোর নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণসম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে উপনয়ন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে সমাবর্তন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে বর্তমান যুগে শিক্ষা-সংস্কারের কতটা প্রাসঙ্গিকতা আছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের যে সমস্ত বিধিনিয়ম বৈদিক সাহিত্য ও তৎপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় সে সমস্ত আধুনিক কালে পালন করা হয় কি না তাও সীমিত পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সেগুলোর বিবর্তনের ধারা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আধুনিক

শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য থাকবে তা স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ- কোনও না কোনও রূপে তা যে অবস্থান করবে সেটি আমরা অনুমান করতে পারি। এই অনুমানের সূত্র ধরেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটিতে কেবলমাত্র বঙ্গজীবনে বৈদিক শিক্ষা সংস্কারের আধুনিক প্রভাব এবং এই সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য রাজ্যে বা ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যান্য দেশে এই সংস্কার গুলোর কোনও প্রভাব বা প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া যায়নি। এছাড়াও অন্য ধর্মের এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সংস্কারের কোনও প্রভাব আছে কীনা আর থাকলেও তার পদ্ধতি, এই সংস্কারের গুলোর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোনও আলোচনা আমদের এই সন্দর্ভে করা হয়নি। আমার এই সন্দর্ভে অন্যান্য সংস্কারের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও আলোচনা করা হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জি :

মূল গ্রন্থ :

ঋগ্বেদীয়-গৃহ্যসূত্র. সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৮

গোভিল-গৃহ্যসূত্র. সম্পা. অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩

অষ্টাদশস্মৃতি. প. মিহিরচন্দ্র. প্রতিভা প্রকাশন, দিল্লী, ২০১৮

वीरमित्रोदयस्य संस्कारप्रकाशः. হরিপ্রসাদদাসেন অন্তর্জালে সংস্থাপিত. ডিসম্বরঃ, ২০১৪

संस्कार-चन्दिका. সত্যব্রত সিদ্ধান্তালঙ্কার (ব্যাখ্যা). আর্যসমাজ, মহারাষ্ট্র, ২০১১

संस्कारसारः. রামগোবিন্দ শুক্ল (সম্পা). সম্পূর্ণানন্দসংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৫

संस्काररत्नमाला (পূর্বার্ধম্). হরিনারায়ণ আপ্তে (সম্পা). আনন্দাশ্রমমুদ্রণালয়, মাদ্রাস, ১৮৯৯

Mukhopadhyay, Gobinda Gopal. *A new Tri-Lingual dictionary.* Sanskrit Book Depot, Kolkata, 2010

Śabdakalpadruma (Vol.3). Raja Bahadur. Motilal Banarasidas, Delhi, 1961

Vaikhānasasmārtasūtram. Ed. W Caland. Asiatic Society of Bengal, Kolkata 1929

সহায়ক গ্রন্থ :

অনির্বাণ. *বৈদিক সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড). সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *ভারতবর্ষ.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা. ২০২২

Countersigned by the Supervisor — Candidate

Date: — Date: